মাদক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের বিশেষ টিম মাঠে (পর্ব-৩)

মেহেরপুরে মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের সফলতার পাশাপাশি রয়েছে ব্যার্থতাও। মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে তিন থানায় পুলিশের বিশেষ তিনটি টিম গঠন করা হয়েছে।

মাদক বিরোধী অভিযানে ধরা খেয়ে জেলের ঘানি টানছে বেশ কিছু মাদকের হোতা। কেউ জেল খেটে বাড়ি ফিরে বেছে নিয়েছে স্বাভাবিক জীবন। আবার কেউ পর্দার আড়ালে থেকেই চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের ব্যবসা। মাদক ছেড়ে অনেকেই স্বাভাবিক জীবনে ি◌েফরে আসতে চাইলেও অনেক সময় তারাও পুলিশের স্বীকার হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

২০১৯ সালের শুরু থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে ৫০৬টি। এই মামলায় গত এক বছরে আটক হয়েছে ৭২০ জন আসামী। এর ভিতর কেউ কেউ জেলে থাকলেও বেশির ভাগই মুক্ত।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুত্রে জানা যায়, জেলাতে ২০১৯ সালে মাদক বিরোধী অভিযানে ৪ হাজার ৮’শ ৬১ বোতল ফেন্সিডিল, ১২৭.৫ কেজি গাঁজা, ২ হাজার ১’শ ৭৭ পিচ ইয়াবা, ১.১২ কেজি হেরোইন, ২০ বোতল বিয়ার, ২ লিটার চোলাই মদ ও ৪ টি গাঁজার গাছ উদ্ধার হয়েছে।

প্রশাসনের এতো সাফল্যের পর কিন্তু থেমে নেই মাদক ব্যবসা। বিভিন্ন কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের রমরমা ব্যবসা।
গত ৬ ও ১৩ জানুয়ারী দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’এ মাদক নিয়ে সংবাদ প্রকাশীত হয়। সেখানে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর নাম উঠে এসেছে যারা বিভিন্ন কৌশলে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়াও ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’র অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এক সময় মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল কিন্তু এখন আর করে না। স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাইলেও পুলিশি বিভিন্ন হয়রানীর কারনে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ কেউ সম্পূর্ন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে অন্য পেশায় জীবিকা নির্বাহ করছে।

এদের মধ্যে রয়েছে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের বিজন। এক সময় মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত খাকলেও তৎকালীন পুলিশ সুপার হামিদুল আলম

এর সহযোগীতায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এখন বিজন চট্টগ্রামের এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

এছাড়াও আরও বেশ কিছু মানুষ আছে যারা মাদক ব্যবসা থেকে সরে এসে জীবিকার তাগিদে প্রবাশে পাড়ি জমিয়েছে।

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম জানান, আমরা গত ২০১৯ সালে ৫৬ টি মাদক মামলায় ১০৯ জন আসামী আটক করেছি। সেই সাথে ৩ কেজি গাঁজা, ৫৯০ বোতল ফেন্সিডিল, ৩৭ পিচ ইয়াবা ও ৬৮ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছি। আমাদের মাদক বিরোধি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মুজিবনগর পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে সব সময় কঠোর।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, গত ২০১৯ সালে গাংনী থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে ৯০ টি মামলা হয়। এই মামলায় ১১৭ জন আসামীকে আটক করা হয়। সেই সাথে ২ হাজার ৫’শ ৯৫ বোতল ফেন্সিডিল, ৫৩ কেজি ৭৫৫ গ্রাম গাঁজা, ১ হাজার ১’শ ৬৫ পিচ ইয়াবা, ১’শ ৫ গ্রাম হেরোইন ও ২ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়েছে। গাংনীর মাদক নিয়ন্ত্রণে আমাদের পুলিশ সদস্যরা সব সময় তৎপর রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দ্বারা খান জানান, আমাদের চলামান অভিযানে ২০১৯ সালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২’শ টি মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। এই মামলায় ২৪৫ জন আসামী আমরা আটক করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই সাথে ৫১৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৪’শ ৩৭ গ্রাম হেরোইন, ৩’ ৩৬ পিচ ইয়াবা ও ৯৮ লিটার ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৭ লক্ষ্য ৮২ হাজার ৪’শ টাকা। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। মাদক নিয়ন্ত্রনে আমরা সব সময় সোচ্চার।

জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, গত বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাদক নিয়ন্ত্র আইনে ১৬০ টি মামলা হয়। যেখানে ২৪৯ জন আসামীর নাম আছে। সেই সাথে চলমান অভিযানে ১১’শ ৫৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৪৯ কেজি গাঁজা, ৬’শ ৩৯ পিচ ইয়াবা, ৩’শ ৫৭ গ্রাম হেরোইন, ২০ ক্যান বিয়ার ও চারটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। মাদক বিরোধী অভিযান আমাদের চলমান আছে। মাদকের সাথে কোন আপস নয়।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল- আমিন ধুমকেতু বলেন, কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে সরে আসতে চাই তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত। কোন মানুষই ইচ্ছে করে খারাপ পথে যায় না। প্রয়োজনের তাগিদে অথবা অসৎ সঙ্গে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ে। যদি প্রশাসন উদ্যোগ নেই এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহযোগীতান

করেন তাহলে অনেকটাই মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, মাদকের সাথে যারা জড়িত এদের মধ্যে রাঘব বোয়ালরা ধরা ছোয়ার বাইরে থাকে। এদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়না। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যে সব জায়গায় মাদকের রুট হিসেবে পরিচিত সেখানে প্রশাসনের উদ্যোগে পথ করা যেতে পারে। মাদকের সাথে যারা জড়িত আছে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে অনুরোধ করা হবে। সেই সাথে যারা সৎ পথে ফিরে আসবে তাদের পুলিশি কোন হয়রানি বা আটক করা হবে বরং তাদের বিভিন্ন সৎ উপার্জনে সহযোগীতা করা হবে এই আশ্বাস দিলে হয়তো অনেকটা মাদক নিয়ন্ত্রণ হতে পারে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এস মুরাদ আলী বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে আমরা সব সময় কঠর অবস্থানে থাকি। আমরা ইতিমধ্যে শুধু মাদক নিয়ন্ত্রনের জন্য তিন থানায় তিনটি চৌকস টিম তৈরি করেছি। তারা খুব ভালো কাজ করছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি অভিযানে ব্যাপক মাদক দ্রব্য উদ্ধার সহ মাদক ব্যবসায়ীদের আটক করা করেছে। আমাদের মাদক বিরোধি অভিযান অব্যাহত থাকবে। (চলবে)

মেপ্র/ইএম

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ এক নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রাম থেকে ৬ কেজি গাঁজাসহ মর্জিনা খাতুন (৪২) নামে এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত মর্জিনা খাতুন

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত দীন মোহাম্মাদের স্ত্রী।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামে মর্জিনা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালায়।

এসময় নিজ বাড়িতে বাক্সে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৬ পুটলা গাঁজা উদ্ধার করে তারা। যার ওজন প্রায় ৬ কেজি। উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

গাঁজাসহ আটক নারীকে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহে ফেন্সিডিল পাচারের সময় প্রতিবন্ধীসহ ২ জন আটক

৫ বছর আগে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙ্গে যায় চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হরিহরনগর গ্রামের রবিউল হোসেনের ছেলে জালাল হোসেন (৩৫)। এরপর থেকে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি। চলেন হুইল চেয়ারে।

এই প্রতিবন্ধীতাকে পুঁজি করে শুরু করেন মাদক ব্যবসা। কেউ দেখলে বোঝার উপায় নেই তার শরীরে অভিনব কায়দায় রাখা হয় ফেন্সিডিল।

রোববার জীবননগর থেকে ইজিবাইক যোগে শরীরের সাথে অভিনব কায়দায় ফেন্সিডিল পাচারের সময় কোটচাঁদপুরের কাগমারী এলাকা থেকে ১৪০ বোতল ফেন্সিডিলসহ জালাল হোসেন ও ইজিবাইক চালক রাজু মন্ডলকে আটক করে ডিবি।

ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, গোপন সংবাদের

ভিত্তিতে তারা জানতে পারে জীবননগর থেকে কোটচাঁদপুরের কাগমারী এলাকা দিয়ে ফেন্সিডিল পাচার হচ্ছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই আব্দুল আলীম, এএসআই ওবাইদুর রহমান, রবিউল ইসলাম কাগমারী এলাকায় চেকপোস্ট বসায় পুলিশ। এসময় একটি ইজিবাইকে তল্লাসী করে প্রতিবন্ধী চাদর ও পোশাকের নিচ থেকে ১৪০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

চোরাপথে আসা ভারতীয় ১ কেজি গাজা উদ্ধার

চোরাপথে আসা ভারতীয় ১ কেজি গাজা উদ্ধার করেছে মুজিবনগর সীমান্ত ফাঁড়ির বিজিবি সদস্যরা ।

শনিবার ভোরের দিকে বিজিবির একটি টহল দল এসব ফেনসিডিল উদ্ধার করে। মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবির নায়েক আঙ্গুর ইসলাম জানান, রাতে বিজিবির টহল দল টহল শেষে ভোরের দিকে ফেরার পথে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে ।

কার্পাসডাঙ্গায় পুুুলিশি অভিযানে এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গা ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে ফেন্সিডিল সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

গতকাল শুক্রবার ভোর রাতে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকা থেকে ৭ বোতল ফেন্সিডিল সহ হাসিবুল ইসলাম (৩২) নামের এক

মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে কার্পাসডাঙ্গা ক্যাম্প পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত হাসিবুল ইসলাম সীমান্তবর্তী মুন্সিপুর গ্রামের সানোয়ার হোসেনের ছেলে।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ভোর সাড়ে ৪ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সামনের রাস্তার ওপর অভিযান চালিয়ে ৭ বোতল ফেন্সিডিল সহ তাকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতের নামে মাদক মামলা দিয়ে গতকালই দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করেছে বলে ক্যাম্পসূত্রে জানা গেছে।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীর সাহেবনগর থেকে ৩৫ বোতল ফেন্সডিল সহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রাম থেকে ৩৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবায়ীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত হলো উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মধ্যো পাড়ার ইনামুলের ছেলে সাইফুল ইমলাম (৩০)।

পুলিশ সুত্রে প্রকাশ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় মাদক পাচারকারী সাইফুল ইসলাম মাদক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সাহেবনগর দক্ষিণ পাড়ায় অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই অজয় কুমার ও এ এস আই আহম্মেদ আলি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৩৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আটক মাদক ব্যবসায়ী সাইফুল

ইসলামকে মাদক মামলা দায়ের পূর্বক মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের ইছামতি নদী থেকে বাংলাদেশী যুবকের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার পলিয়ানপুর সীমান্তের ইছামতি নদী থেকে এক বাংলাদেশী যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার দুপুরে তার লাশ উদ্ধার করা হয়ে। সে মহেশপুরের পলিয়ানপুর গ্রামের সবুর আলীর ছেলে হৃদয় হোসেন।

ঝিনাইদহের কোটচাদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক জানান, বুধবার সকালে মহেশপুরের পলিয়ানপুর সীমান্তের ইছামতি নদী থেকে এক বাংলাদেশেী যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

সকালে নদীতে স্থানীয়রা ভাসমান লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে তার লাশ উদ্ধার করে।

মৃত হৃদয় হোসেন অবৈধভাবে ভারত থেকে ইছামতি নদী পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিল।

প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর কারন জানা যাবে বলেও পুলিশ জানায়।

মেপ্র/ আরপি

মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়েছে নারী ও যুবকরাও (২য় পর্ব)

মেহেরপুরে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়েছে নারীসহ যুবকরা। মাদক সেবনসহ ব্যবসায়ী হিসেবেও শোনা যাচ্ছে এদের নাম। অব্যাহত অভিযান, আটক, জেল, জরিমানা কোন কিছুতেই যেন কমছেনা মাদকের বেপরোয়তা।

গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন বলেছেন, ভারত, মিয়ানমার থেকে মাদকের চালান বন্ধে সরকারকে বেগ পেতে হচ্ছে। কেন বেগ পেতে হচ্ছে, তাহলে কি মাদক নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ব্যর্থ হচ্ছে। এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সুধিজনের মধ্যে।

পুলিশের দাবি মেহেরপুরে মাদক এখন নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে অন্য কিছু। গতকাল রবিবার সকালেও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বালিয়াঘাট থেকে হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে ও সেন্টার পাড়ার রুহুল আমিনের ছেলে মিন্টু মিয়া নামের দুইজনকে ৪২৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করেছে গাংনী পুলিশ এবং বিকালে সদর উপজেলার বুড়িপোতা থেকে বাজিতপুর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা ২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ কুশলি বেগম নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে।

মাদকের সাথে জড়িতরা প্রায় আটক হচ্ছে, জেল খাটছেন আবার জামিনে মুক্তু হয়ে মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছেন।

গত ৬ জানুয়ারী মেহেরপুর প্রতিদিন প্রত্রিকায় “মাদকের অভয়ারণ্য তেঁতুলবাড়িয়ার বিভিন্ন সীমান্ত” শিরোনামে ১ম পর্ব প্রকাশিত হয়। যেখানে ১৯ জন মাদক ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশ হয়।

২য় পর্বের অনুসন্ধানিতেও উঠে এসেছে আরও ১০ জনের নাম। এর মধ্যে আছে বেশির ভাগ নারী ও যুবকের নাম। এদের বয়স ২৫ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ এই যুবকদের কারণে। জীবনের মূল্যবান সময়টা কারো না কারো প্ররোচনায় অথবা অধিক ইনকামের আশায় তারা মাদকে জড়িয়ে পড়ছেন।

গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের ইউনুস মোল্লার ছেলে সুজন। এর বিরুদ্ধে মাদকসহ ৪টি মামলা রয়েছে। ধরণ পাল্টিয়ে মাদকের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। করমদী গ্রামের আমির কসাই এর ছেলে সাহারুল। এর বিরুদ্ধে ২টি মাদক মামলা আছে। ২০১৮ ও ১৯ সালে সে

মাদক চোরা চালানের সময় ধরা খায়। এ নিয়ে সে জেলও খাটে। তারপরও সে মাদক ব্যবসা ছাড়তে পারিনি।

করমদী গ্রামের মৃত আব্দুল কুদ্দস এর ছেলে মাগরিব। এর নামে মাদক সহ ৮টি মামলা আছে। বর্তমানে তিনি মাদক মামলায় ২ বছরের সাজা পেয়ে জেল খাটছেন। করমদি গ্রামের শরিফুল ও সপ্না। এরা দুইজন স্বামী- স্ত্রী। শরিফুল পুলিশের ভয়ে সৌদি প্রবাসী হলেও। সপ্না এলাকায় থেকে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। করমদি গ্রামের শওকত আলীর ছেলে আরিফুল হক। ২০০৮ সালে আরিফুলের নামে একটি মাদক মামলা হয়।

মোহাম্মদপুর গ্রামের শহিদুল এর ছেলে মুক্তাদির আহমেদ কাজল। ২০১৫ সালে তার নামে একটি মাদক মামলা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন কায়দায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সহড়াতলা গ্রামের মজিদ এর ছেলে ফিরোজ। বিশেষ ক্ষমতা আইন মামলার আসামী। ফেন্সিডিলসহ বিভিন্ন মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত।

তেঁতুলবাড়িয়ার কামদেবপুর গ্রামের সুলতান মাহমুদ এর ছেলে গোলাম রব্বানী। ২০০৫ সালে একটি এবং ২০১৯ সালে তার বিরুদ্ধে আরো একটি মাদকের মামলা হয়।

এছাড়াও ১ম পর্বে প্রকাশিত মাদক ব্যবসায়ীর তালিকায় সহড়াতলার মনিরুল ফকির এর স্ত্রী রাহিমা। এলাকার মাদক সম্রাজ্ঞী হিসেবে পরিচিত। তার নিয়ন্ত্রনে আছে বেশ কয়েকজন ছোটখাট ব্যবসায়ী।

মাদকের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, গাংনীর মাদক ব্যবসা এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। চলমান অভিযানে মাদক এখন দুষ্প্রাপ্য। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটা সফল অভিডান পরিচালনা করেছি। একটা সময় ছিল যখন গাংনী থেকে নামি দামি বাইকে চড়ে সীমান্তু এলাকায় গিয়ে মাদক সেবন করতো এলাকার তরুণ জেনারেশন। কিন্তু এ দৃশ্য আর চোখে দেখা যায় না। আমরা আশা করছি অল্প দিনেই গাংনী কে মাদক মুক্ত উপজেলা ঘোষনা করা হবে।

মেহেরপুর জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শাহজালাল খান বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বছরের শুরুতেই আমরা দুইজন মাদক ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জেল দিতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। (চলবে)

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে বুড়িপোতা থেকে ফেন্সিডিলসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতায় অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ফেন্সিডিল সহ কুশলি বেগম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বাজিতপুর বিজিবি কাম্পের সদস্যরা।

রবিবার সকালে তাকে আটক করা হয়। আটক কুশলি বেগম বুড়িপোতা গ্রামের সিরাজুল ইসলাম এর স্ত্রী।

বাজিতপুর বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নাযেক মমতাজ আলীর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে কুশলি ২০ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করা হয়। পরে মেহেরপুর সদর থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলসহ কুশলি বেগমকে থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।

পুলিশ সুত্রে আরো জানা যায়, এর আগেও কুশলি বেগম মাদকসহ আটক হয়ে জেল হাজতে ছিল। পরে মুক্ত হয়ে পুনরায় ব্যবসা শুরু করে।

মেপ্র/এমইএম

মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার

আহ্বান জানিয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ড. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। রবিবার জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, জেলায় বাল্যবিয়ে রোধ করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। মারণনেশা মাদক আমাদের গোটা সমাজকে গ্রাস করছে।

দিনের আলোচ্যসূচিতে থাকা জেলা অপরাধ অবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, যৌনহয়রানি বন্ধে মিডিয়া এবং নারী ও শিশু অধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে আলোচনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং কয়েকটি বিষয়ে নেয়া হয় সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ ইয়াহ ইয়া খান, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি আবাসিক মেডিকেল ডা. শামীম কবীর, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মনিরা পারভীন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নানসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেপ্র/আরএম

আরো পড়ুন-মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও ছেলে আহত, ছেলেকে পঙ্গুতে রেফার্ড